দো'য়া

একটি আদর্শ দু'আর পদ্ধতি

- আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করা দু'আ কবুল হওয়ার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। সূরা ফাতিহার শুরুতে আমাদেরকে তাঁর প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে আল্লাহর ৩টি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ আছে।
- রসূলুল্লাহ্ স. এর উপর দরুদ পাঠ।
- আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সকল ভুল ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।
- সকল কাজে সাফল্য ও সকল কল্যাণের জন্য একান্তভাবে তাঁর সাহায্য সহযোগিতার আবদার জানানো। ছোট মনে করে কোন বিষয় তাঁর কাছে বলতে অবহেলা বা সংকোচ না করা।
- সকল বিষয় তাঁর দায়িত্ব বা হাওয়ালা করা।
- আল্লাহর প্রশংসা ও রসূল স. এর উপর দরুদ পাঠ।

তাওবাঃ (দোয়া'র শুরুতে তাওবা করুন)

- রব্বানা জ্বলামনা আনফুসানা … … …
- আল্লাহুম্মা ইন্নি জ্বলামতু নাফসি … … …
- লা–ইলাহা ইল্লা আংতা … … …
- আল্লাহুম্মা আংতা রব্বি … … …
- আস্তাগ ফিরুল্লাহ রব্বি … … …
- আল্লাহুম্মা ইন্নানাস আলুকাল জান্নাতা … … …

ঈমানের দো‘আ

رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَـَٔامَنَّاۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ

‘হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা শুনেছিলাম একজন আহবানকারীকে, যে ঈমানের দিকে আহবান করে যে, ‘তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন’। তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে।’আলে-ইমরান:১৯৩

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা। ’আলে-ইমরান:৮

পরিবারের জন্য দো’য়া

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরুপ কর। **25:74) সূরা আল-ফুরকান**

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء

হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামায কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা, এবং কবুল করুন আমাদের দোয়া। **সূরা ইব্রাহীম -৪০**

পিতা-মাতার জন্য দো’য়াঃ

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন–পালন করেছেন। **সূরা বনী ইসরাঈল (১৭)–২৪**

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা–মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। **সূরা ইব্রাহীম –৪১**

সন্তানের জন্য দো'য়াঃ

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে এক সৎপুত্র দান কর। **সূরা আস-সাফফাত (৩৭)-১০০**

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء

হে, আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পুত-পবিত্র সন্তান দান কর-নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। **সূরা আল ইমরান(৩)-৩৮**

رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

হে আমার পালনকর্তা আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস।
সূরা আম্বিয়া (২১)-৮৯

সবার জন্য দো'য়া

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

'হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি যালিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না।' **নূহ : ২৮**

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

'হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু। **হাশর : ১০**

দোয়া কবুলের জন্য

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ
وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

৩:১৯৪) হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

৩:১২৭) পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।

সাবধান: মরিচা যেন না ধরে

লোহা মাটি পানি ও আলো বাতাসের সংস্পর্শে থাকলে তাতে মরিচা ধরে। বেশিদিন এভাবে অযত্নে পড়ে থাকেলে তা একসময় মাটিতে মিশেও যেতে পারে। লোহার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়। হজ্জের কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে একজন সাধারণ মুসলমান দামী লোহার মত অসাধারণ শক্তি সামর্থবান মানুষে পরিণত হয়। হজ্জ থেকে ফিরে এসে নানা কারণে ধীরে ধীরে তার মধ্যে ক্ষয় শুরু হয়, মরিচা পড়ে। নির্দিষ্ট নিয়মে যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার ব্যাবস্থা না থাকে, তাহলে একসময় হাজি মরিচা পড়া লোহার মত মাটির সাথে মিশে যায়। হাজির কোন অস্তিত্ব আর থাকে না। সুতরাং হাজিকে সাবধান থাকতে হবে যেন তার অগোচরে তার মধ্যে মরিচা না ধরে।

জান্নাতে জাওয়ার সহজ উপায়ঃ

সূরা জ্বীন ৭২ পারা ২৯

২০. বলঃ নিশ্চয়ই আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করি না।

قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

২১. বলঃ আমি তোমাদের অনিষ্টের ও পথ প্রদর্শনের ক্ষমতা রাখি না।

قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

২২. বলঃ আল্লাহ-এর শাস্তি হতে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়ও পাবো না।

قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

২৩ শুধু আল্লাহর পক্ষ হতে পৌঁছানো এবং তাঁর বাণী প্রচারই আমাকে রক্ষা করবে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে অমান্য করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।

إِلَّا بَلَٰغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِۦ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿٢٣﴾

কোনভাবেই কোন সুন্নত ত্যাগ করবেন না !!!

দো'য়া কবুল না হওয়ার কয়েকটি কারণঃ

একদিন ইব্রাহিম ইবনে আদহাম (মৃত্য: ১৬২ হিজরী) (রাহিমাহুল্লাহ) বসরা শহরের একটি বাজারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকজন তার পাশে সমবেত হয়ে জিজ্ঞাস করল:

হে আবু ইসহাক ! আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনে বলেন: "আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব" কিন্তু আমরা অনেক প্রার্থনা করার পরও আমাদের দোয়া কবুল হচ্ছেনা । সে (ইব্রাহিম) বললেন, "ওহে বসরার অধিবাসী, দশটি ব্যাপারে তোমাদের অন্তর মরে গেছে"।

- তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে অবগত কিন্তু তার প্রদত্ত কর্তব্যসমূহ পালন কর না;
- তোমরা কুরআন পড় কিন্তু সে অনুযায়ী আমল কর না;
- তোমরা দাবী কর যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে ভালবাস কিন্তু তার সুন্নাহকে পরিত্যাগ কর;
- তোমরা নিজেদেরকে শয়তানের শত্রু হিসাবে দাবী কর কিন্তু তোমরা তার পদাংক অনুসরন কর;
- তোমার জান্নাতে যেতে উদগ্রীব কিন্তু তার জন্য পরিশ্রম কর না;
- তোমরা জাহান্নামের ভয়ে আতঙ্কিত কিন্তু পাপের ম্যাধমে প্রতিনিয়ত তার নিকটবর্তী হচ্ছ;
- তোমরা স্বীকার কর মৃত্য অনিবার্য কিন্তু তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত কর না;
- তোমরা সর্বদা অন্যর দোষ বের করতে সচেষ্ট কিন্তু নিজের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে উদাসীন;
- তোমারা আল্লাহ'র অনুগ্রহ উপভোগ কর কিন্তু তার জন্য শুকরিয়া আদায় কর না;
- তোমরা মৃতদেহ'র দাফন সম্পন্ন করার পর তার থেকে শিক্ষা গ্রহন কর না।

সূত্র: আবু নুয়াইম, হিলিইয়া আল-আউলিয়া ৮:১৫,১৬

যেসব বিষয়ে দু'আ করা যেতে পারেঃ

- আপনার ঈমান বৃদ্ধি বিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতার জন্য
- জান্নাতে আপনার অবস্থান সুস্পষ্টভাবে জান্নাতুল ফেরদৌসের জন্য ।
- ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ।
- আপনার সুস্বাস্থ্য ।
- আপনার সম্পদে বরকত ।
- আপনার পেশার উন্নতি ।
- কুরআনের সূরা মুখস্ত করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য ।
- আপনার পরিবার ও ছেলেমেয়ের ঈমানসহ অন্যান্য ।
- মুসলিম উম্মাহর সার্বিক কল্যাণ ।
- বৃহত্তর পরিসরে নির্যাতিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর মুক্তি ।
- নিপীড়িত মানবগোষ্ঠীর মুক্তি ।
- যে সমস্ত মানুষ মুসলিম হওয়ার কামনা করেন ।
- বিশ্বচরাচরে সকল মানুষের হেদায়েত কামনা করে ।
- আপনার ইসলামিক কার্যক্রম ও প্রকল্পের সাফল্য ।
- যে সব মানুষের সক্রিয়ভাবে ইসলাম অনুসরণের আকাঙ্খা করেন ।
- যারা পালনকারী তাদের আরো উন্নতির ব্যাপারে ।
- নিজের সব ধরনের দুর্বলতা, যে কোন পাপ থেকে বাঁচার জন্য ।
- হজ্জকে মাবরুর, সাঈকে মাশকুর এবং গুনাহখাতা থেকে মুক্তির জন্য ।

দো'য়া কবুলের কয়েকটি স্থান

হজ্জের মাধ্যমে মহান প্রভু তাঁর অগণিত বান্দাকে দু'আ কবুলের অবিস্মরণীয় সুযোগের মুখোমুখি করে দেন। হাজিরা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান সমূহে অবস্থানের সুযোগ পায়। এসব স্থানে এমন জায়গা ও কিছু সময় আছে যেগুলোতে দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে গ্যারান্টি আছে।

যেমন:

- ইহরাম অবস্থায় দু'আ কবুল হয়,
- তওয়াফ সাঈতে দু'আ কবুল হয়,
- আরাফা-মুযদালিফার ওকুফের সময় দু'আ কবুল হয়,
- পাথর নিক্ষেপের সময় দু'আ কবুল হয়,
- কুরবানির সময়ে দু'আ কবুল হয়,
- হাজরে আসওয়াদে হাতিমে মুলতাজিমে ও মাকামে ইব্রাহিমে দু'আ কবুল হয়,
- মাতাফ, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববি ও রিয়াদুল জান্নাতে দু'আ কবুল হয়।